অধ্যায় - ২১

১) শ্রী বি. এইচ. ঠাকুর

২) শ্রী অনন্তরাও পাটন্‌কর ও

৩) পন্ঢরপুরের উকিলের কাহিনী -

এই অধ্যায়ে হেমাডপন্ত শ্রী বিনায়ক হরিশচন্দ্র ঠাকুর, শ্রী অনন্তরাও পাটন্‌কর, পুণে নিবাসী ও পণ্ঢরপুরের এক উকিলের কথা বর্ণনা করেছেন। এই সব কথাগুলি অতি মনোরঞ্জক। পাঠকগণ যদি এগুলির সারাংশ ঠিক মত গ্রহণ করে নিজেদের আচরণে সেগুলি অনুসরণ করেন তাহলে তাঁরা আধ্যাত্মিক পথে অবশ্যই অগ্রসর হতে পারবেন।

প্রারম্ভ ঃ-

এটা একটা সাধারণ নিয়ম যে, গত জন্মের শুভ কর্মের ফলস্বরূপই আমরা সাধু সান্নিধ্য ও তাঁদের কৃপা লাভ করতে সক্ষম হই। উদাহরণস্বরূপ হেমাডপন্ত স্বয়ং নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। উনি অনেক বছর বম্বের উপনগরী বান্দ্রায় স্থানীয় ন্যায়াধীশ ছিলেন। পীর মৌলনা নামক এক মুসলমান সন্ত সেখানে থাকতেন। হেমাডপন্তের পুরোহিত ওঁকে মৌলানা সাহেবের দর্শন করতে বলেন, কিন্তু কোন কারণবশতঃ উনি দেখা করতে যেতে পারেন না। অনেক বছর পর যখন ওঁর শুভ সময় আসে, তখন উনি শিরডী পৌছন এবং বাবার দরবারে স্থায়ী রূপে সম্মিলিত হয়ে যান। ভাগ্যহীনদের সন্ত সমাগম কিভাবে হতে পারে? কেবল তাঁরাই সৌভাগ্যবান, যাঁরা এ ধরনের সুযোগ পান।

সন্তদের দ্বারা লোকশিক্ষা ঃ-

সন্তদের দ্বারা লোকশিক্ষার কাজ চিরকাল থেকেই বিশ্বে সম্পাদিত হয়ে আসছে। সব সন্তরাই বিভিন্ন স্থানে কোন নিশ্চিত উদ্দেশ্য-পূর্তি হেতু স্বয়ং প্রকট হন। যদিও তাঁদের কার্য্যস্থল পৃথক হয়, তবুও মূলতঃ রূপে একই। তাঁরা সকলেই ঐ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের সঞ্চালন শক্তির অন্তর্গত মিলিত ভাবেই কাজ করেন। একে অন্যের কাজের

বিষয় অবগত থেকে প্রয়োজন অনুসারে পরস্পরের সাহায্য করেন। এর প্রমাণ নিম্নলিখিত ঘটনায় পাওয়া যায়।

শ্রী ঠাকুর ঃ-

শ্রী বি. এইচ. ঠাকুর (বি. এ) রেভিনিউ বিভাগে কর্মচারী ছিলেন। উনি একবার ভূমি মাপক দলের সাথে কোন কাজে বেলাগ্রামের কাছে বডগাঁও নামক গ্রামে পৌঁছন। ওখানে উনি এক কানড়ী সন্তের (আপ্পা) দর্শন করে তাঁর চরণ বন্দনা করেন। আপ্পা তখন ভক্তদের নিশ্চলদাস কৃত 'বিচার সাগর' নামক গ্রন্থের (যেটি বেদান্তের বিষয় রচিত) ভাবার্থ বোঝাচ্ছিলেন। শ্রী ঠাকুর যখন তাঁর কাছে রওনা হওয়ার অনুমতি নিতে যান, তখন তিনি বলেন- "তোমার এই গ্রন্থটি অধ্যায়ন অবশ্যই করা উচিত এবং এমনটি করলে তোমার সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে যাবে। যখন কালান্তরে কর্মসূত্রে তুমি উত্তর-পশ্চিম দিশায় যাবে, তখন সৌভাগ্যবশতঃ তোমার এক মহান সন্তের সাথে দেখা হবে, যিনি তোমাকে পথ প্রদর্শন করে হৃদয়ে শান্তি এবং সুখ প্রদান করবেন।"

পরে শ্রী ঠাকুরের স্থানান্তরণ জুন্নরে হয়, যেখানে নাণে ঘাট পার হয়ে যেতে হত। এই ঘাটটি খুবই দুর্গম ও পার হওয়া কঠিন বলে মানা হয়। তাই ওঁকে মোষের পিঠে চড়ে ঘাটটি পার করতে হয়। বলা বাহুল্য, তাতে ওঁর খুবই অসুবিধে ও কষ্ট হয়। এরপর কল্যাণে উনি এক উচ্চ পদে স্থানান্তরিত হন এবং সেখানে নানাসাহেব চাঁদোরকরের সঙ্গে ওঁর পরিচয় হয়। ওঁর কাছে শ্রী ঠাকুর শ্রী সাইবাবার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারেন এবং তার সাথে-সাথে ওঁর বাবাকে দর্শন করার তীব্র উৎকণ্ঠা জাগে। পরের দিনই নানাসাহেবের শিরডী রওনা হওয়ার কথা। উনি শ্রী ঠাকুরকেও শিরডী যেতে বলেন। কিন্তু ঠানের আদালতে একটা মামলার কাজে ওঁর উপস্থিতি অনিবার্য হওয়ার দরুণ উনি নানাসাহেবের সাথে যেতে পারেন না। তাই নানাসাহেব একলাই রওনা হন। এদিকে শ্রী ঠাকুর আদালতে পৌঁছে জানতে পারেন যে, মোকদ্দমার তারিখ পিছিয়ে গেছে। তখন নানাসাহেবের কথা না শোনার জন্য ওঁর খুব অনুতাপ হয়। এরপর উনি একাই শিরডী পৌঁছন এবং জানতে পারেন যে, নানাসাহেব তার আগের দিনই ফিরে গেছেন। উনি কয়েকজন বন্ধুর সাথে শ্রী সাইবাবাকে দর্শন করতে যান। বাবার দর্শন পেয়ে ও তাঁর চরণে প্রণিপাত করে অত্যন্ত আনন্দিত হন। চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে থাকে। ত্রিকালদর্শী বাবা ওঁদের দেখে বলেন- "এখানকার রাস্তা অত সহজ নয়, যতটা কানড়ী সন্ত অপ্পার উপদেশ বা নাণে ঘাটে মোষের পিঠে যাত্রা। আধ্যাত্মিক পথে চলার জন্য ঘোর পরিশ্রম করতে হবে, কারণ এটি অত্যন্ত

কঠিন পথ।" শ্রী ঠাকুর এই শব্দগুলি শুনে, যার অর্থ উনি ছাড়া আর কেউ জানলেন না, আনন্দে বিভোর হয়ে ওঠেন এবং ওঁর কানড়ী সন্তের কথা মনে পড়ে যায়। তখন উনি দুটি হাত জুড়ে, বাবার পায়ে নিজের মাথাটি রেখে তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন যে- "প্রভু, আমার উপর কৃপা করুন এবং এই অনাথকে নিজের চরণের শীতল ছায়ায় স্থান দিন।" তখন বাবা বলেন- "যা কিছু আপ্পা বলেছিলেন সে সবই সত্য। সেগুলি নিত্য অভ্যাস করে, সেই অনুসারে ব্যবহার করা উচিত। মিছি-মিছি বসে থেকে কোন লাভ হবে না। যা কিছু তুমি পড়ো, সেটা আচরণের মাধ্যমে অনুসরণ করো, নাহলে তার উপযোগিতাটাই বা কি? গুরু-কৃপা ছাড়া গ্রন্থাবলোকন ও আত্মানুভূতি নিরর্থক।" শ্রী ঠাকুর এযাবৎ 'বিচার সাগর' গ্রন্থে কেবল সিদ্ধান্তিক প্রকরণই পড়েছিলেন, তার বাস্তব প্রয়োগের রাস্তা উনি শিরডীতে জানতে পারলেন। আরেকটি ঘটনা এই সত্যের আরো বলিষ্ঠ প্রমাণ দেয়।

শ্রী অনন্তরাও পাটন্‌কর ঃ-

পুণের এক মহাশয় শ্রী অনন্তরাও পাটন্‌কর শ্রী সাইবাবার দর্শনাভিলাষী ছিলেন। শিরডী এসে বাবার দর্শন করে ওঁর নেত্র শীতল হয় ও মন আনন্দিত হয়ে ওঠে। যথোচিত পূজো করে উনি বাবার চরণ ছুঁয়ে বলেন- "আমি অনেক কিছু পড়েছি। বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদও অধ্যায়ণ করেছি এবং পুরাণও শ্রবণ করেছি, তবুও মনের শান্তি পাইনি। তাই আমার শাস্ত্রপাঠ বৃথাই হল। একটি বিশুদ্ধ, নিরক্ষর ভক্ত আমার চেয়ে অনেক বেশী শ্রেষ্ঠ। যতক্ষন মনের শান্তি না পাওয়া যায়, ততক্ষন গ্রন্থাবলোকন বা বইপড়া বিদ্যেতে কোন লাভ নেই। আমি শুনেছি যে, আপনি কেবলমাত্র নিজের দৃষ্টির ও মনোজ্ঞ বচন দ্বারা লোকেদের মনে সহজেই শান্তি স্থাপনা করে দেন। তাই শুনে আমিও এখানে এসেছি। কৃপা করে এই দাসকেও আশীর্বাদ দিন।" তখন বাবা নিম্নলিখিত কাহিনীটি বলেন-

ঘোড়ার নাদির নটা গুলি (নবধা ভক্তি) ঃ-

"এক সময় এক সদাগর এখানে আসে। ওর সামনেই একটি ঘোটকী গোবর নির্গত করে। জিজ্ঞাসু সদাগর নিজের ধুতির এক কোণ বিছিয়ে তাতে নাদির ন'টা গুলি রেখে নেয় এবং এইভাবে ওর মন শান্ত হয়।" শ্রী পাটন্‌কর এই কাহিনীটির কোনই অর্থ বুঝতে পারেন না। তাই উনি শ্রী গণেশ দামোদর ওরফে দাদা কেলকরকে জিজ্ঞাসা করেন- "বাবার কথার অভিপ্রায় কি হতে পারে?" কেলকর বলেন- "বাবা

যা কিছু বলেন, সেটা আমি নিজেও ভালোভাবে বুঝতে পারি না। কিন্তু তাঁরই প্রেরণায় আমি যা বুঝতে পেরেছি, সেটা তোমায় বলছি। ঘোটকী হলো ঈশ্বর-কৃপা এবং ন'টি গুলি হচ্ছে নবধা ভক্তি। ১) শ্রবণ ২) কীর্তন ৩) নামস্মরণ ৪) পাদসেবন ৫) অর্চণ ৬) বন্দন ৭) দাস্যতা ৮) সখ্যতা ৯) আত্মনিবেদন- এইগুলি হলো ভক্তির নটি প্রকার। এর মধ্যে থেকে যদি একটাও নির্ভূল ভাবে বা যথার্থরূপে অনুসরণ করা হয়, তাহলে ভগবান শ্রীহরি অতি প্রসন্ন হয়ে ভক্তের বাড়ীতে প্রকট হবেন। সমস্ত সাধন, যেমন- জপ, তপ, যোগাভ্যাস এবং বেদ পাঠ যতক্ষন ভক্তি দ্বারা আচ্ছাদিত না হয়, ততক্ষন সব কিছু শুষ্কই থেকে যায়। ভক্তি ভাবের অভাবে বেদজ্ঞানী বা ব্রহ্মজ্ঞানীর খ্যাতি নিরর্থকই মানা উচিত। প্রয়োজন কেবল পূর্ণ ভক্তির। নিজেকেও ঐ সদাগরের ন্যায় মনে করে উৎকণ্ঠাপূর্বক সত্যের খোঁজ করে ন' প্রকারের ভক্তি প্রাপ্ত করো। তখন তুমি দৃঢ়তা ও মানসিক শান্তি লাভ করবে।" পরের দিন যখন শ্রী পাটন্‌কর বাবাকে প্রণাম করতে যান, তখন বাবা ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন- "কি, তুমি নাদির নটা গুলি জোগাড় করলে?" উনি জবাব দেন যে তিনি অতি দীন। বাবার কৃপা ছাড়া তাঁর পক্ষে সেগুলি সহজে একত্রিত করা সম্ভব নয়। বাবা তখন ওঁকে আশীর্বাদ দিয়ে সান্ত্বনা দেন- "তুমি সুখ ও শান্তি লাভ করবে।" এই কথা শুনে শ্রী পাটন্‌করের আনন্দের সীমা রইল না।

পণ্ঢরপুরের উকিল ঃ-

ভক্তদের দোষ দূর করে বাবা তাদের সঠিক পথে নিয়ে আসতেন। এই বিষয়ে তাঁর ত্রিকালজ্ঞতার একটি ছোট কাহিনী দিয়ে এই অধ্যায়টি শেষ করা হবে। এক সময় পণ্ঢরপুর থেকে এক উকিল শিরডী আসেন। বাবাকে দর্শন করে প্রণাম করেন। কিছু দক্ষিণা দিয়ে এক কোণে বসে কথাবার্তা শুনছিলেন। বাবা ওঁর দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করেন- "লোকেরা কত ধূর্ত! এখানে এসে পা ছোঁয় আর দক্ষিণা দেয়, কিন্তু আড়ালে গাল দেয়। কি আশ্চর্য্যের কথা, তাই না?" এই কথাটি উকিলকে ইঙ্গিত করে বলেন এবং ওঁকে সেটা হজম করতে হয়। আর কেউ এই শব্দগুলির অর্থ বুঝতে পারে না। কিন্তু উকীল সাহেব এর গুঢ়ার্থ বুঝতে পারেন এবং নতশির হয়ে সেখানে বসে থাকেন। 'ওয়াড়া'য় ফিরে উকিল মহাশয় কাকাসাহেব দীক্ষিতকে বলেন- "বাবা যে কথাটি আমার দিকে লক্ষ্য করে বলেন, সেটা সত্যই। তিনি আমায় সতর্ক করেন যে, আমার কারো নিন্দে করা উচিত নয়। একবার উপন্যায়াধীশ শ্রী নুলকর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য পণ্ঢরপুর থেকে শিরডী আসেন। এই নিয়ে বাররুমে ওঁর সম্বন্ধে বেশ আলোচনা

হয়। সমালোচনার বিষয় ছিল- যে রোগে উনি ভুগছেন সেটা কি ওষুধ না খেয়ে কেবল শ্রী সাইবাবার শরণে গেলেই ঠিক হয়ে যাবে? এবং শ্রী নুলকরের মতো একজন শিক্ষিত ব্যক্তির কি এই ধরনের পথ অবলম্বন করা উচিত? ঐ সময় শ্রী নুলকরের সাথে-সাথে শ্রী সাইবাবারও উপহাস করা হয়। আমিও সেই আলোচনায় যোগ দিই। শ্রী সাইবাবা আমার সেই দূষিত আচরণের উপর আলোকপাত্ করলেন। এইটি আমার উপহাস নয়, বরং উপকার। তিনি আমায় উপদেশ দিলেন যে অযথা পরচর্চা বা পরনিন্দা করা উচিত নয়। অন্যদের কাজে বাধা দিয়ে কোন লাভ হয় না।"

শিরডী ও পণ্ঢরপুরের মধ্যে প্রায় ৩০০ মাইলের দূরত্ব। তবুও বাবা তাঁর সর্বজ্ঞতার প্রভাবে 'বাররুমে' যা কিছু ঘটেছিল সেটা ভালো ভাবেই জানতেন। রাস্তায় নদী, জঙ্গল বা পাহাড় তাঁর সর্বজ্ঞতায় কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। তিনি সবার হৃদয়ের গুহ্য কথা জানতেন এবং তাঁর কাছে কিছুই লুকানো থাকে নি। কাছের বা দূরের বস্তু তাঁর কাছে দিনের আলোর ন্যায় জাজ্বল্যমান ছিল এবং তাঁর সর্বব্যাপক দৃষ্টি হতে কিছু আড়াল থাকতে পারত না। এই ঘটনার দ্বারা উকিল মহাশয় এই শিক্ষা পান যে, কখনও কারো ছিদ্রান্বেষণ এবং নিন্দে করা উচিত নয়। এই ঘটনাটি শুধু উকিল সাহেবের জন্যই নয় বরং সবার জন্য শিক্ষাপ্রদ। শ্রী সাইবাবার মহানতা কেউই মাপতে পারেনি, আর তাঁর অদ্ভুত লীলার কোন সীমাও খুঁজে পায়নি। তাঁর জীবনীও তদোনুরূপই, কারণ তিনি স্বয়ং পরমব্রহ্ম।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

সপ্তাহ পারায়ণ ঃ তৃতীয় বিশ্রাম